নতুন প্রজন্মের ভাবনা

কেন বই পড়ব?

মোরছালিন ইসলাম মাছুম, শিক্ষার্থী, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বই শাশ্বত ও চিরন্তন সম্পদ। যার সঙ্গে পার্থিব কোনো ধন-সম্পদের তুলনা হতে পারে না। মানুষের সম্পদ এক সময় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ভালো বইয়ের আবেদন কখনো শেষ হয় না। কবি ওমর খৈয়াম যথার্থ বলেছেন, ‘রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে; কিন্তু একখানা বই অনন্ত যৌবনা, যদি তেমন হয় বই।’

সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবির কথা বলে বই। মানবতার অমল আলোক লুকিয়ে আছে বইয়ের মধ্যে। সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়ানো যায় বই পড়ে, শুধু তাই নয় অমিয় আনন্দ লাভ করা যায়। ভিনসেন্ট স্টারেট বলেন, ‘মানুষের আনন্দ লাভের পথ বহু বিচিত্র।’ বইপাঠে আনন্দ লাভের পথ শ্রেষ্ঠ। এছাড়াও বই আমাদের মায়া-মমতা, সহানুভূতি, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে, মনকে করে উদার। যার ফলে মানুষের মন হয় সুশোভিত। মানুষ সব সময় সৌন্দর্যের পূজারী, এই সৌন্দর্য মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বর্তমানে কিশোর-তরুণরা বিপথগামী হচ্ছে। আমাদের অভিভাবকদের বদ্ধমূল ধারণা যে, একাডেমিক বই না পড়ে অন্য বই পড়লে সময় নষ্ট। এজন্য তারা শিশুদের হাতে অন্য বই তুলে দিতে চায় না। সময় তো নষ্ট হয় কেবল না পড়ে। বই পড়ে কখনো সময় নষ্ট হয় না। একজন শিশু যখন গল্প, কবিতা, মজার মজার ছড়া পড়বে তখন তার কল্পনা শক্তিবৃদ্ধি পাবে; সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হবে। এখন থেকে শিশুদের হাতে ভালো বই তুলে দিতে পারলে তারা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবে। তারাই নির্মাণ করবে সত্য ও সুন্দরের পথ।

অনেক বই জ্ঞান দেয়, আলো দেয়, আবার অনেক বই মনকে অন্ধ করে দেয়। সুতরাং, বই নির্বাচনে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। একটা গল্প মনে পড়ে গেল, ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ লাইব্রেরিতে সারাদিন বই পড়তেন। একদিন লাইব্রেরিয়ান ভুলবশত লাইব্রেরিতে তালা দিয়ে বাড়ি চলে যান। পরদিন এসে দেখেন তিনি পড়ার মধ্যে নিমগ্ন আছেন। লাইব্রেরিয়ান তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি সারা রাত লাইব্রেরিতে ছিলেন? তখন তার ধ্যান ভেঙে গেল। তিনি মুখ তুলে বললেন, ‘কই সে রকম কিছু না তো।’ বইয়ের প্রতি কতোটা ভালোবাসা ও জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ থাকলে এ রকম হয়—তা সহজে অনুমেয়।

আমরা তরুণরা কেন বই পড়ব? নিজেকে জানার জন্য, পরিশীলিত, মার্জিত, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। বই মানুষের অনুভূতির সমষ্টি। একজন কবি গল্পকার, ঔপন্যাসিক তাঁর অনুভূতি ও সমাজের নানা অনুষঙ্গ বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন। বই পড়লে আমরা তাঁদের অনুভূতিগুলো বুঝতে পারব। তাঁদের মহত্ চিন্তা-চেতনাগুলো উপলব্ধি করতে পারব। জ্ঞানের আলোয় প্রস্ফুটিত হবে আমাদের অন্তর চক্ষু। জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ ও অন্য দেশের সমাজ-সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার জানার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং, আমাদের প্রত্যেকেরই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার, ০২ মার্চ ২০১৭, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৩, ০২ জমাদিউস সানি ১৪৩৮

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/sub-editorial/2017/03/02/179404.html#.WLcLtp7oMZk.facebook